দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

পরীক্ষার খাতা দেখায় গড়িমসি

পত্রিকান্তরের খবর, কয়েকজন শিক্ষক যথাসময়ে পরীক্ষার খাতা না দেখায় এবং নম্বরপত্র জমা না দেয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৯ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল দীর্ঘ ছ'মাসের মধ্যেও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কাছে অনুরোধপত্র পাঠিয়েও নাকি কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

আমাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা জাগে, এরা কেমন শিক্ষক? কোন দেশে কোন সমাজে এদের বাস? এমনিতেই সেশনজটের আবর্তে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবন থেকে ৩/৪ বছর সময় অপচয়িত হচ্ছে, তার ওপর যদি শিক্ষকরা ব্যক্তিগত আলস্যে নম্বরপত্র জমা দিতে দেরী করেন, তা হলে আফসোস ছাড়া আর কিই বা করার থাকে?

না, আমরা শুধু আফসোসই করতে চাই না। শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন যে এমন সব পরীক্ষক নিয়োগ করেন তাও আমরা বুঝতে পারি না। পরীক্ষকরা তো খাতা দেখে দিব্যি পয়সা নেন। নম্বরপত্র জমা দিতে তারা দেরী করবেন কেন? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি এমনই অসহায়?

পত্রিকান্তরের খবরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক শিক্ষক অন্যদের দিয়ে খাতা দেখান বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ পেয়েছেন। অভিযোগ পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা-ই আমরা জানতে চাই।

যেসব পরীক্ষক নম্বরপত্র জমা দিতে দেরী করছেন তারা যে শুধু শিক্ষার্থীদের জীবনে বিড়ম্বনা ডেকে আনছেন তাই নয়, তারা সমাজের কাছে রীতিমত অপরাধী মানুষ। শিক্ষার পথে তারা প্রতিবন্ধক। এ ধরনের পরীক্ষক কেন নিয়োগ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা জানতে চাইব। কারা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলছেন?

আমরা আরও জানতে চাইব, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে পঠন-পাঠন, ক্লাস গ্রহণ, পরীক্ষানুষ্ঠান এবং উত্তরপত্র নিরীক্ষণের ব্যাপারে কড়া নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা আশা করব দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।